# রিপভ্যান উইংকল

মূল : ওয়াশিংটন আরভিং

অনুবাদ : ফখরুজ্জামান চৌধুরী

## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ থেকে ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রিপের অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু তার মনে হলো মাত্র এক রাত। বন্ধুদের পরিবর্তন আর তার একাকিত্বে রিপের হৃদয় দমে গেল। লোকজনের ভিড় ঠেলে একজন মহিলা এগিয়ে এলো। তার কোলে একটি শিশু। শিশুটা ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করল। শিশুটির নাম ও তার মায়ের কণ্ঠস্বর রিপের মনে পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে দিল। 'তোমার নাম কী গো'?–জুনিথ গার্ডনার জিজ্ঞাসা করল।

১. **জুনিথ গার্ডনার কে?**
ক রিপভ্যানের স্ত্রী খ ব্রমভুচারের মেয়ে
গ রিপভ্যানের নাতনি ● রিপভ্যানের মেয়ে

২. **শিশুটি ভয় পেল কেন?**
● অচেনা বৃদ্ধকে দেখে খ বন্দুক দেখে
গ লাঠি দেখে ঘ ছড়ি দেখে

৩. **মহিলার কণ্ঠস্বর শুনে রিপের কোন স্মৃতি জেগে উঠল?**
ক বহুদিনের কথা ● স্ত্রী–কন্যার স্মৃতি গ বন্ধুদের কথা ঘ শিশুপুত্রের কথা

৪. **কত বছরকে রিপের এক রাত মনে হলো?**
ক ত্রিশ বছর খ পঁচিশ বছর ● বিশ বছর ঘ পনেরো বছর

৫. **'অক্ষম' শব্দে 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটি কোন কোন বর্ণের সংযোগে হয়েছে?**
ক ক + ক খ খ + খ ● ক + ষ ঘ ক + খ

## নির্বাচিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬. **রিপভ্যানের গ্রামের সবচেয়ে পুরনো অধিবাসী কে?**
ক রিপভ্যান খ জুনিথ গার্ডনার ● পিটার ঘ ভ্যান বুশেল

৭. **রিপের পাহাড়ে ঘুমানো একরাত কত বছর ছিল?**
অথবা **এক ঘুমে রিপের কত বছর কাটল?**
অথবা **রিপভ্যানের ঘুম ভাঙল কত বছর পরে?**
ক আঠার ● বিশ গ বাইশ ঘ চব্বিশ

৮. **রিপ কোন ঋতুতে পাহাড়ে গিয়েছিল?**
ক গ্রীষ্ম খ বর্ষা গ হেমন্ত ● শরৎ

৯. **রিপভ্যান উইংকল–এর নাতির নাম কী?**
ক জুনিথ খ ডেভার গ মিশেল ● রিপ

১০. **স্ত্রী সর্বদাই ঝগড়া করত রিপভ্যানের–**
ক অলসতায় খ কৃপণতায়
● উদাসীনতায় ঘ উচ্ছৃঙ্খলতায়

১১. **অদ্ভুত আকৃতির লোকটির গায়ে কী ধরনের পোশাক ছিল?**
ক শার্ট খ জ্যাকেট গ কোট ● ব্রিচেস

১২. **অদ্ভুত আকৃতির লোকটির–**
i. মাথায় একঝাঁক ভারী চুল ii. মুখে কাঁচাপাকা দাঁড়ি
iii. পোশাক ওলন্দাজ ধাঁচের
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ক i ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i ও ii

১৩. **রিপভ্যান উইংকল তার দীর্ঘ বিশ বছর জীবনে কাদের কথার প্রমাণ করে এসেছিল?**
ক জ্যোতিষীদের ● ঐতিহাসিকদের
গ শয়তানদের ঘ দৈত্য–দানবদের

১৪. **রিপভ্যান উইংকল হলো–**
ক পরোপকারী মনোভাবের ● আড্ডাবাজ স্বভাবের
গ অলস প্রকৃতির ঘ পরনিন্দাকারী

১৫. **ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ে কেমন প্রকৃতির প্রাণী বাস করে?**
ক ভূত খ জিন
● অদ্ভুত ধরনের লোক ঘ শ্বাপদ

১৬. **'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের মূল লেখক কে?**
● ওয়াশিংটন আরভিং খ মার্ক টোয়েন
গ লেভ টলস্টয় ঘ ড্যানিয়েল ডিফো

১৭. **রিপভ্যানের পোষা প্রাণীটির নাম কী ছিল?**
● উল্‌ফ্ খ টম গ ইতু ঘ টোটন

১৮. **রিপ কোন ঋতুতে পাহাড়ে গিয়েছিল?**
ক বসন্ত খ বর্ষা ● শরৎ ঘ গ্রীষ্ম

১৯. **রিপভ্যান পাহাড়ে কী শিকারে যায়?**
ক পাখি খ শূকর ● কাঠবিড়ালি ঘ বাঘ

## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০. **ক্যাট্‌সকিল পাহাড়গুলো কোন নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত?** (জ্ঞান)
ক সীন ● হাড্‌সন গ টেমস ঘ আঞ্জেল

২১. **রূ পকথার পাহাড়ের নিচের গ্রামে বসবাসকারী লোকটির নাম কী?** (জ্ঞান)
ক আরভিং ● রিপভ্যান গ ওয়াশিংটন ঘ টুইংকেল

২২. **রিপভ্যান কোন পরিবারের সদস্য ছিল?** (জ্ঞান)
ক স্টোন ● উইংকল গ কিলিং ঘ আরভিং

২৩. **মাইকেল টুইন সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে পাড়ার ছেলেদের নানা ধরনের খেলাধুলায় সাহায্য করে। নিচের কোন চরিত্রটির সাথে তার মিল রয়েছে?** (প্রয়োগ)
● রিপভ্যান খ রিপের স্ত্রী
গ রিপের সাহায্যকারী ঘ পিটার

২৪. **'পরিশ্রম করে টাকা উপার্জনের চেয়ে উপোস থাকাই শ্রেয়'– এ কথার মধ্য দিয়ে রিপের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে?** (উচ্চতর দক্ষতা)
● অলসতা খ একগুঁয়েমি গ অস্থিরতা ঘ অহংকার

২৫. **রিপের পোষা প্রাণীটি কী ছিল?** (জ্ঞান)
ক বিড়াল ● কুকুর গ বানর ঘ খরগোশ

২৬. **অদ্ভুত লোকটি কীসের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছিল?** (জ্ঞান)
● পাথরের খ নদীর গ বালির ঘ আগুনের

২৭. **মদপান করে রিপ কী করেছিল?** (জ্ঞান)

● ঘুমিয়ে পড়েছিল ⓖ পাগলের মতো প্রলাপ বকছিল
ⓖ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ⓘ স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিল

**২৮. রিপ ভীত হয়ে পড়েছিল কেন?** (অনুধাবন)
ⓚ মদপান করেছিল বলে ● স্ত্রীর কথা মনে হওয়াতে
ⓖ অদ্ভুত লোকদের অদ্ভুত আচরণে ⓘ একা একটি উপত্যকায় গিয়েছিল বলে

**২৯. রিপ ঘুম থেকে জেগে শিস দিয়ে কাকে ডেকেছিল?** (জ্ঞান)
● পোষা কুকুরটাকে ⓖ অদ্ভুত লোকগুলোকে
ⓖ ছেলেদেরকে ⓘ পাহাড়ের ভূতকে

**৩০. ইউনিয়ন হোটেলের মালিকের নাম কী ছিল?** (জ্ঞান)
● জোনাথন ডুলিটল ⓖ ক্যাটলার ডুব
ⓖ মেথেল অ্যাঞ্জেল ⓘ জোনাথন সুইট

**৩১. রিপের কোন প্রতিবেশী সৈন্যদলে যোগ দিয়ে মারা গেছে?** (জ্ঞান)
[ধানমন্ডি গভ. বয়েজ স্কুল, ঢাকা]
ⓚ নিকোলাস ডেভার ⓖ জোনাথন ডুলিটল
● ব্রম ডুচার ⓘ পিটার

**৩২. 'আমি বেঁচে থাকতে তোর বন্ধুর অভাব হবে না'– উক্তিটি কে ভাবত?**
[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ⓚ স্ত্রী ⓖ বন্ধু ● কুকুরটি ⓘ ছেলেগুলো

**৩৩. রিপের কথা কে বিশ্বাস করেছিল?** [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট রোড হাই স্কুল]
ⓚ নিকোলাস ⓖ গার্ডনার ● পিটার ⓘ ডেম

**৩৪. রিপভ্যানের ঘুমিয়ে পড়ার কারণ কী?** [ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● মদের নেশা ⓖ সুগন্ধি ফুল
ⓖ জাদুর বাস ⓘ পরিশ্রম

**৩৫. সকালবেলা রিপভ্যান গ্রামে ফিরে কী দেখতে পেল?**
[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
ⓚ তার স্ত্রী পুত্র মারা গেছে ⓖ গ্রামে কোনো লোক নেই
ⓖ বাড়িঘরগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে ● গ্রামের পরিবেশ বদলে গেছে

## বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

**৩৬. গ্রামের সবাই রিপভ্যানকে ভালোবাসত। কারণ সে সবাইকে–** (অনুধাবন)
i. কাজে সাহায্য করত ii. খেলাধুলায় সাহায্য করত
iii. বিভিন্ন ধরনের খেলা শেখাত
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

**৩৭. রিপভ্যান উইংকল ছিল–** (অনুধাবন)
i. অত্যন্ত মিশুক ii. অলস প্রকৃতির
iii. পরিশ্রমপ্রিয়
**নিচের কোনটি সঠিক?**
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

**৩৮. রিপের স্ত্রী সবসময় ঘ্যানঘ্যান করত রিপের–** (অনুধাবন)
i. অলসতার জন্য ii. অসাবধানতার জন্য
iii. অভাবের জন্য
**নিচের কোনটি সঠিক?**
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

**৩৯. অদ্ভুত প্রকৃতির লোকগুলোর কারও কারও–** (অনুধাবন)
i. মাথা বড় ছিল ii. মুখ বড় ছিল iii. চোখ ছোট ছোট ছিল
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

**৪০. রিপভ্যান উইংকল গল্পটিতে রয়েছে–** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রহস্যময়তা ii. ব্যঙ্গবিদ্রূপ
iii. ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ের রূপকথা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

**৪১. রিপভ্যানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তার ছেলেরা –** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বজ্জাত হয়েছিল ii. অলস হয়েছিল
iii. মাছ ধরতে পছন্দ করত
**নিচের কোনটি সঠিক?**
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

**৪২. উন্মুক্ত খাদে রিপের দেখা লোকগুলো অদ্ভুত ছিল–** (অনুধাবন)
i. শারীরিক গড়নের কারণে ii. পোশাক পরিচ্ছদের কারণে
iii. খাদ্যাভ্যাসের কারণে
**নিচের কোনটি সঠিক?**
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কর্মব্যস্ত ড. এনামুল হক একটি গবেষণা কাজে ল্যাবরেটরিতে ঢোকার পর প্রায় আট বছর পর তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। এসে দেখেন বাইরের অনেক পরিবর্তন। কিন্তু তার কাছে মনে হয় মাত্র ছয় মাস সে গবেষণাগারে ছিল।

**৪৩. উদ্দীপকটির সাথে বইয়ের গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়?** (প্রয়োগ)
ⓚ ব্রম ডুচার ⓖ নিকোলাস ডোভার
ⓖ জুনিথ গার্ডনার ● রিপভ্যান উইংকল

**৪৪. ড. এনামুল হকের সাথে রিপভ্যান উইংকলের বৈসাদৃশ্য হলো–** (প্রয়োগ)
i. পেশাগত দিক ii. কর্মব্যস্ততার দিক
iii. অভিজ্ঞতার দিক
**নিচের কোনটি সঠিক?**
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

# অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**
রিপের এই আড্ডাবাজ মনোভাব গ্রামের অলস বন্ধুরা মেনে নিলেও তার স্ত্রী কিন্তু মেনে নিল না। নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না রিপ। দোষের মধ্যে শুধু সে কখনো বিশেষ কোনো কাজ করত না। পরিশ্রম বা অধ্যবসায়ের ভয়ে কিন্তু সে অমন করত না। কারণ প্রায়ই সে এক টুকরো ভিজে পাথরের ওপর বসে থাকত। হাতে থাকত ইয়া বড় এক লাঠি। শান্তশিষ্টভাবে বসে বসে সে মাছ ধরত। কিন্তু ভুলেও কোনো মাছ তার বড়শিতে ধরা পড়ত না। সে একটা ফাঁদ কাঁধে করে উঁচু পাহাড় আর বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত কাঠবেড়ালি আর বুনো কবুতর ধরার জন্য। পাড়াপড়শির সবচেয়ে কঠিন কাজটাও সে করে দিত। ঢেঁকিতে ধান ভানতে অথবা পাথরের প্রাচীর গড়তেও সে তাদের সাহায্য করত। এককথায় রিপভ্যান উইংকল অন্যের উপকার করে দেওয়ার জন্য সবসময় রাজি থাকত।

ক. রিপভ্যান উইংকল কোথায় বাস করত?
খ. গ্রামের লোকেরা রিপভ্যানকে কেন ভালোবাসত?
গ. উদ্ধৃতাংশ অবলম্বনে রিপভ্যান উইংকেল–এর চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার মতামত উলেরখ কর।
ঘ. 'দোষের মধ্যে শুধু সে কখনো বিশেষ কোনো কাজ করত না'– কথাটির তাৎপর্য বিশেরষণ কর।

### ▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. হাডসন নদীর তীরে ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ের পাদদেশে ছোট একটি গ্রামে রিপভ্যান উইংকল বাস করত।

খ. রিপভ্যান গ্রামের লোকদের সাহায্য করত বলেই তারা তাকে ভালোবাসত।
গ্রামের লোকদের সবচেয়ে কঠিন কাজটাও সে করে দিত। ঢেঁকিতে ধান ভানতে কিংবা পাথরের প্রাচীর গড়তেও সে তাদের সাহায্য করত। আবার গ্রামের ছেলেদের খেলাধুলায় সাহায্য করত, তাদের খেলনা বানিয়ে দিত, নানা রকমের খেলা শেখাত – এসব কারণেই রিপভ্যানকে গ্রামের সবাই ভালোবাসত।

গ. 'রিপভ্যান উইংকল'–এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমার কাছে অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছে।

রিপভ্যান উইংকল ছিল আড্ডাবাজ ধরনের মানুষ। মাছ ধরা না পড়লেও প্রায়ই বসে থাকত মাছ ধরতে, ঘুরে বেড়াত বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে। কিন্তু অলস সে মোটেও ছিল না। সে পাড়াপড়শির সব থেকে কঠিন কাজটিও করে দিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার ব্যাপারে খুব সাহায্য করতো, শেখাত বিভিন্ন খেলা। বানিয়ে দিত খেলনা। কিন্তু সে তার পরিবারের জন্য বিশেষ কোনো কাজও করত না। আবার সে এমনটাও মনে করতো যে, পরিশ্রম করে টাকা রোজগারের চেয়ে উপোস থাকাই শ্রেয়।

রিপভ্যানের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে আমার কাছে অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছে।

ঘ. 'দোষের মধ্যে শুধু সে কখনো বিশেষ কোনো কাজ করত না।'—এ কথাটি যথার্থ।

রিপভ্যান ছিল পরোপকারী ও আনন্দপ্রিয় মানুষ। ভালো লাগা কাজগুলো করতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রমকেও সে ভয় পেত না। সে মানুষের উপকার করে বেড়াত। কিন্তু সে আর পাঁচ জন সংসারী মানুষের মতো বিশেষ কোনো কাজ করতো না।

জীবিকা উপার্জনের জন্য সে কোনো পেশাকে বেছে নেয়নি। সে পাখি শিকারের জন্য চলে যেত জঙ্গলে। রিপের কাছে মনে হতো সে কোনো দোষ করছে না। সে প্রকৃতপক্ষে দোষ না করলেও তার মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানোকে তার অলস বন্ধুরা মেনে নিলেও রিপের স্ত্রী তা মেনে নিতে পারেনি। তার স্ত্রীর কাছে মনে হয়েছে বিশেষ কাজ না করাটাই দোষ। এছাড়া রিপ উপার্জন করতে না পারলে পরিবার নানা ধরনের সমস্যায় পড়বে। সেই সাথে বাবার ছন্নছাড়া ভাব তাদেরকে অলস ও বজ্জাত সাহসী করে তুলছিল।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, 'রিপভ্যান উইংকল' তার পরিবারের জন্য কিছুই করতো না।

**প্রশ্ন–২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

কুকুরটা ভয়ে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল। রিপের একটু ভয় হলো। সে তাকিয়ে দেখল, অদ্ভুত একটা লোক পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। লোকটাকে রিপ চিনতে পারল না। হতে পারে কোনো সাহায্যপ্রার্থী, তাই রিপ এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। লোকটা সত্যি অদ্ভুত আকৃতির। মাথায় একঝাঁক ভারি চুল, মুখে চকচকে দাড়ি। তার পোশাক পুরনো ওলন্দাজ ধাঁচের। কাপড়ের জামায় তার বুক ঢাকা। পরনে ব্রিচেস। ...কাঁধে তার মদ–ভরা একটা ভাণ্ড। সে রিপকে কাছে এসে বোঝা নিয়ে সাহায্য করতে ইশারা করল।

ক. রিপভ্যানের পোষা কুকুরের নাম কী?

খ. কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল কেন?

গ. রিপভ্যান উইংকেল–এর পাহাড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখ।

ঘ. 'লোকটা সত্যি অদ্ভুত আকৃতির।'– লোকটা কে? এবং কেন তাকে অদ্ভুত প্রকৃতির বলা হয়েছে? আলোচনা কর।

**▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂**

ক. রিপভ্যান উইংকলের পোষা কুকুরের নাম উল্‌ফ্‌।

খ. অদ্ভুত লোকটির ডাক শুনে ভয়ে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করেছিল।

শরৎকালে একদিন রিপভ্যান ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ে কাঠবেড়ালি শিকার করছিল। বিশ্রাম শেষে যখন সে নিচে নামবে তখন রিপ শুনতে পেল কে যেন তাকে ডাকছে। ভয়ে তার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে মনিবের পাশে এল এবং রিপ দেখতে পেল একজন অদ্ভুত আকৃতির লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। এই অদ্ভুত আকৃতির লোকটার কারণেই কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল।

গ. রিপভ্যান মনের আনন্দে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত। তার পাহাড় ভ্রমণের এক অদ্ভুত কাহিনী রয়েছে।

একবার রিপ পোষা কুকুর উল্‌ফ্‌কে নিয়ে কাঠবেড়ালি শিকার করতে গিয়েছিল পাহাড়ে। শিকার করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিশ্রাম শেষে নিচে নামতে শুরব করে। এ সময় সে শুনতে পায় কে যেন তাকে ডাকছে। একটু পরে সে দেখতে পায় একজন অদ্ভুত আকৃতির লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটি রিপের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে রিপ ভয়ে ভয়ে লোকটিকে সাহায্য করে। একসময় সে লোকটির সাথে পাহাড়ের একটি উন্মুক্ত খাদে গিয়ে পৌঁছায় ও কতগুলো অদ্ভুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লোক দেখতে পায়। লোকগুলো মদ পান করছিল। তাদের দেখে রিপও মদ পান করে এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। লোকটি তার কাছে অদ্ভুত মনে হলো। এর মধ্যে সে যে বিশটি বছর কাটিয়েছে পাহাড়ে তা সে বুঝতেই পারেনি। তার কাছে মনে হয়েছে সে মাত্র এক রাত ঘুমিয়েছে।

ঘ. লোকটা ছিল অপরিচিত এক রহস্যময় ব্যক্তি পাহাড় ভ্রমণে রিপভ্যানের কাছে মনে হলো কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। রিপভ্যান আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল এক অপারিচিত লোক।

ক্যাটসকিল পাহাড়ে এক রহস্যময় অচেনা লোকের সাথে রিপভ্যানের দেখা হয়েছিল। এখানে সেই লোকটির কথাই বলা হয়েছে। শরতের একদিন ক্যাটসকিল পাহাড়ে কাঠবেড়ালি শিকারে গিয়েছিল রিপভ্যান। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল সে। বিশ্রাম শেষে নিচে নামতে যাবার সময়ে কেউ একজন তার নাম ধরে ডাকে। লোকটি রিপের জন্য অচেনা, রহস্যময় মনে হয়।

লোকটির মাথার একঝাঁক ভারী চুল, মুখে চকচকে দাড়ি। পোশাক পুরোনো ওলন্দাজ ধাঁচের। লোকটির পরনে ব্রিচেস, ব্রিচেসের গায়ে বোতাম লাগানো, হাঁটুর দিকটা বেশ উঁচু।

সব মিলে লোকটিকে খুব অদ্ভুত লাগে রিপভ্যানের। পরে লোকটির সঙ্গীদের আকৃতি ও আচরণও অদ্ভুত লাগে রিপের।

## নির্বাচিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অসহায় বাঙালি নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার পর কেউ কেউ দেশে ফিরে আসে। কিন্তু ফুলমিয়া আর ফেরেনি। ত্রিশ বছর পর দেশের জন্য নাড়ির টান অনুভব করলে সে দেশে ফিরে আসে। দীর্ঘদিন পর আপন মানুষের সান্নিধ্য তাকে অতীত জীবনে ফিরিয়ে নেয়।

ক. রিপভ্যান উইংকল কোথায় বাস করতেন? ১

খ. ক্যাটসকিল পাহাড়ে রিপের একটু ভয় হলো কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের সাথে কতটা সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফুলমিয়া এবং গল্পের রিপভ্যান দুজনেরই পরিণতি এক কিন্তু প্রেক্ষাপট ভিন্ন–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

**▸◂ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂**

ক. রিপভ্যান ক্যাটসকিল পাহাড়ের নিচে একটি গ্রামে বাস করতেন।

খ. *৭ নং প্রশ্নের 'খ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।*

গ. নিজস্ব দেশ, পরিবেশ থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকা এবং তার ফলে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে রিপভ্যান উইংকল গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

গল্পের রিপভ্যান উইংকল কাঠবিড়ালি শিকার করতে ক্যাটসকিল পাহাড়ে গেলে এক অদ্ভুত লোকের সাথে দেখা হয়। সেই লোকটির দেওয়া মদ খেয়ে রিপ ঘুমিয়ে পড়লে সে ঘুম বিশ বছর পরে ভাঙে। ঘুম থেকে উঠে দেখে তার জীবনের সবকিছু পাল্টে গেছে, সে নিজে যুবক থেকে বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে। তার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এত সব পরিবর্তনের কথা জানতে পেরে রিপভ্যান আঁতকে উঠেছিল।

উদ্দীপকের ফুলমিয়া ১৯৭১ সালে বেঁচে থাকার তাগিদে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। অনেকে ফিরে আসলেও ফুলমিয়া ফিরে আসে না। ত্রিশ বছর পর সে দেশের জন্য টান অনুভব করে এবং দেশে ফিরে আসে। দীর্ঘদিন পর আপন মানুষদের কাছে ফিরে এলে চেনা পরিবেশে সে যেন ত্রিশ বছর পূর্বে ফিরে যায়। একই ঘটনা ঘটে গল্পের রিপের ক্ষেত্রে। বিশ বছর পর আপন মানুষদের অনেককে না পেয়ে এবং অনেকের পরিবর্তনে সে অবাক হয়ে যায়। তাই বলা যায়, নিজের পরিবেশে দীর্ঘ সময় অনুপস্থিতির দিক থেকে উদ্দীপক এবং রিপভ্যান উইংকল গল্পের সাদৃশ্য বর্তমান।

ঘ. "উদ্দীপকের ফুলমিয়া এবং গল্পের রিপভ্যান উভয়ের পরিণতি এক হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন"– উক্তিটি যথার্থ।

গল্পের রিপভ্যান শিকারের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে গেলে অদ্ভুত লোকের দেওয়া মদ খেয়ে টানা বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটায়, যদিও তার কাছে মাত্র একদিন বলে মনে হয়। বিশ বছর পর গ্রামে ফিরে দেখে সময়ের স্রোতে সবকিছু বদলে গেছে। কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই। পরিবারের অনেকে জীবিত নেই, অনেকে আবার পূর্ণবয়স্ক হয়ে গিয়েছে।

উদ্দীপকের ফুলমিয়া ১৯৭১ সালে আরও অনেকের সাথে জীবন বাঁচানোর তাগিদে দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর অনেকে ফিরে এলেও ফুলমিয়া আর দেশে ফেরেনি। ত্রিশ বছর পর দেশের জন্য নাড়ির টান অনুভব করলে আপনজনের মাঝে সে ফিরে আসে। একইভাবে বিশ বছর গল্পের রিপ ফিরে আসে। তাদের ফিরে আসার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও রিপ অপার্থিব এক অবস্থা থেকে ফিরে আসে; যে ক্ষেত্রে সে বাধ্য ছিল বিশ বছর পরিবার থেকে দূরে থাকতে। উদ্দীপকের ফুলমিয়া নিজের ইচ্ছায় দেশ ছেড়ে ত্রিশ বছর দূরে ছিল। তাই বলা যায়, এদের উভয়ের প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ফুলমিয়া ও গল্পের রিপভ্যান দুজনেরই পরিণতি এক কিন্তু প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

**প্রশ্ন–৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

অভাবের সংসারে স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় কমল। সন্ন্যাস বেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরে অবশেষে গ্রামে ফিরে এলে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কমলকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

ক. রিপভ্যান উইংকলের একমাত্র পোষা প্রাণীটির নাম কি? ১

খ. 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পে রিপ অদ্ভুত লোকটির বোঝা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কমলের স্ত্রীর সঙ্গে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের কোন চরিত্রে মিল আছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের 'কমল' ও 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের 'রিপ' অবশেষে বাড়ি ফিরে বিপরীতধর্মী বাস্তবতার সম্মুখীন হয়।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

**৪নং প্রশ্নের উত্তর**

ক. রিপভ্যান উইংকলের একমাত্র পোষা প্রাণীটির নাম উল্‌ফ।

খ. রিপ তার পরোপকারী মনোভাবের কারণেই অদ্ভুত লোকটিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বোঝাটা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল।

রিপ ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ে শিকার করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন সে শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। একটু পর দেখতে পেল একজন অদ্ভুত আকৃতির লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটির চালচলন, পোশাক সবই ছিল অদ্ভুত এবং তার কাঁধে ছিল মদভরা একটা ভান্ড। লোকটি রিপকে সাহায্য করার জন্য ইশারা করলে রিপ তাকে সাহায্য করার জন্য বোঝাটা দুজনে ভাগাভাগি করে নেয়।

গ. উদ্দীপকের কমলের স্ত্রীর সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপের স্ত্রীর চরিত্রের মিল রয়েছে।

গল্পে রিপভ্যান হেসে খেলে জীবন কাটালেও তার স্ত্রী সবসময় তার আলসেমি আর পরিশ্রমবিমুখতার জন্য ঘ্যানঘ্যান করত। পরিবারের প্রতি দায়িত্বহীন রিপের এই আচরণে তার ছেলেগুলোও বজ্জাত হয়ে উঠছিল। তাই পরিবারটাকে সে ধ্বংস করছে বলেও তাকে সে গাল দিত। রিপ শুধু কাঁধ দুলিয়ে, মাথা উঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে কোনো কথা না বলে জবাব দেয়, আর মাঝে মাঝে সে বাড়ির বাইরে চলে গিয়ে ঝগড়া লাগা বন্ধ করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, অভাবের সংসারে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া লাগে কমলের। ঝগড়ার এক পর্যায়ে কমল স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। অর্থাৎ গল্প এবং উদ্দীপক উভয়টিতেই অভাবের সংসার; ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করার জন্যই স্ত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া লাগে রিপ ও কমলের। অভাবের সংসারে স্বামীর সাথে ঝগড়া করার বিষয়টিতে রিপের স্ত্রীর সাথে কমলের স্ত্রীর মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের কমল ও রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপ অবশেষে বাড়ি ফিরে বিপরীতধর্মী বাস্তবতার সম্মুখীন হয়' – মন্তব্যটি যথার্থ।

'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপ ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ে শিকার করতে গিয়ে এক অদ্ভুত লোকের দেয়া মদপান করে দীর্ঘ বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তার কাছে মনে হয় সে মাত্র এক রাত ঘুমিয়েছে। সে যখন নিজের গ্রামে ফিরে আসে তখন গ্রামের চেনা পরিবেশ ও মানুষ চিনতে না পেরে সে যেমন অবাক হয় তেমনি রিপকেও গ্রামের কেউ চিনতে পারছিল না। সে নিজ গৃহে ফিরে দেখে বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, স্ত্রী–সন্তান নেই, বন্ধুদের অনেকে মারা গেছে এমনকি গ্রামের লোকজন তাকে চিনতে না পেরে গুপ্তচর ভেবে মারতে উদ্যত হয়েছিল।

উদ্দীপকে কমল তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সন্ন্যাস বেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরে অবশেষে গ্রামে ফিরে আসে এবং তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে আনন্দিত হয়। পরিবারের সকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ জীবনের একটি দীর্ঘসময় কমল বাড়ির বাইরে কাটিয়ে ফিরে এলেও সে আনন্দময় জীবন ফিরে পায়। কিন্তু রিপ গৃহে ফিরে এক নিঃসঙ্গ জীবনের সম্মুখীন হয়।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কমল ও গল্পের রিপভ্যান অবশেষে বাড়ি ফিরে বিপরীতধর্মী বাস্তবতার সম্মুখীন হয়।

**প্রশ্ন–৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১৯৭০–এর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া হাতিয়ার প্রদীপ কুমার প্রায় দু'যুগ পরে নিজ এলাকায় ফিরে আসে। প্রতিবেশী অনেকেই তাকে চিনতে পারেনি। তার কাছেও সবকিছু যেন অচেনা মনে হয়। আগের মতো ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, হাটবাজার এমনকি মানুষের জীবনযাত্রায় কোনো মিল নেই। এই দু'যুগ পরে এলাকায় ফিরলেও সে মনে মনে

ভাবল– এই সামান্য সময়ের মধ্যে এতকিছুর পরিবর্তন হয়ে গেল। তবে দীর্ঘদিন পরে হলেও সুস্থ অবস্থায় তাকে ফিরে পেয়ে বাড়ির সকলে আনন্দে আত্মহারা।

ক. রিপভ্যানের একমাত্র পোষা কুকুরের নাম কী? ১
খ. রিপভ্যানকে প্রায়ই তার স্ত্রীর চোখরাঙানি সহ্য করতে হতো কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপক ও গল্পের দুজনেই নিজ বাড়িতে ফিরে এসে বিপরীতমুখী বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিল'– মন্তব্যটির সত্যতা নিরূ পণ কর। ৪

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রিপভ্যানের একমাত্র পোষা কুকুরের নাম উল্‌ফ।

খ. অলস স্বভাবের হওয়ায় প্রায়ই রিপভ্যানকে স্ত্রীর চোখরাঙানি সহ্য করতে হতো।

রিপভ্যান ছিল অলস, আড্ডাবাজ এবং পরোপকারী লোক। পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করার চেয়ে উপোস থাকাকে সে শ্রেয় মনে করত। তাই সে বিশেষ কোনো কাজ না করে পাহাড় ও বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে আর গ্রামের মানুষের উপকার করে দিন কাটাত। স্ত্রী–সন্তানের প্রতি সে কোনোরূ প দায়িত্ব পালন করত না। তাই প্রায়ই তাকে তার স্ত্রীর চোখ রাঙানি সহ্য করতে হতো।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপ অত্যন্ত অলস প্রকৃতির মানুষ। তাই তার স্ত্রীর সাথে তার প্রায়ই ঝগড়া হতো। একদিন রাগের মাথায় সে বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে এসে বসে। এ সময় এক ওলন্দাজ ধাঁচের লোকের সাথে তার কথা হয়। তার কাছ থেকে পাওয়া মদ পান করে রিপ বিশ বছরের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে পাহাড়ে। এর বিশ বছর পরে বাড়ি ফিরলে তার কাছে সবকিছু অচেনা মনে হয়েছে।

প্রদীপ কুমার ১৯৭০–এর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। এর দীর্ঘ দুই যুগ পর দেশে ফেরে। এ সময় সবকিছু তার কাছে অচেনা মনে হয়। তার কাছে মনে হয় সামান্য সময়ে সবকিছুতে কত পরিবর্তন এসেছে। এ বিষয়টিতেই উদ্দীপক ও গল্পে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'উদ্দীপক ও গল্পের দুজনই নিজ বাড়িতে ফিরে বিপরীতমুখী বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিল'– মন্তব্যটি যথার্থ।

'রিপভ্যান উইংকল' গল্পে রিপ তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে দূর পাহাড়ে গিয়ে বসে থাকে। এ সময় পাহাড়ে এক অদ্ভুত ওলন্দাজ ধাঁচের লোকের সাথে তার পরিচয় হয়। তখন ঐ লোকের পরিবেশিত মদ পান করে রিপ ঘুমিয়ে পড়ে। বিশ বছর পরে ঘুম ভাঙলেও তার কাছে তা এক রাত মনে হয় মাত্র। তখন সে গ্রামে ফিরলে কেউ তাকে চিনতে পারে না, অনেকে বিরক্তও হয়।

উদ্দীপকে প্রদীপ কুমার এক ঘূর্ণিঝড়ে হারিয়ে যায়। তারপর দুই যুগ পরে বাড়িতে ফেরে। এলাকায় পদার্পণ করে সে সকল কিছুর মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন লৰ করে। বাড়িতে সে তার পরিচয় দিলে সবাই তাকে চিনতে পারে এবং সাদরে গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের প্রদীপ কুমার দীর্ঘ দুই যুগ পর বাড়িতে ফিরলে সবাই তাকে সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু গল্পে রিপের বেত্রে তা হয়নি। প্রথমে তাকে কেউ চিনতে পারেনি। পরে নানা প্রমাণের মাধ্যমে তাকে চিনতে পারে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

**প্রশ্ন–৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

আক্কেল আলী ছোটবেলা থেকেই একটু স্বতন্ত্র চরিত্রের। কোনো কাজেই তার গভীর মনোযোগ নেই। সংসার জীবনে একই অবস্থা। এজন্য পরিবারের সবার কাছেই সে কিছুটা অবহেলিত। কিন্তু শিশু, কিশোর বয়সিরা তাকে খুব পছন্দ করে। কারণ সে পরোপকারী। তবে তার এ গুণটির জন্য তাকে কখনো কখনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়।

ক. ভ্যান বুশেল–এর পেশা কী ছিল? ১
খ. রিপের হৃদয় দমে গিয়েছিল কেন? ২
গ. অনুচ্ছেদের আক্কেল আলীর সাথে রিপভ্যান উইংকলের সাদৃশ্য কোথায়? আলোচনা কর। ৩
ঘ. অনুচ্ছেদের আক্কেল আলী পুরোপুরি রিপভ্যান উইংকল নয়–উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে এর সত্যতা নিরূ পণ কর। ৪

### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভ্যান বুশেলের পেশা ছিল শিৰকতা।

খ. বিশ বছর পর গ্রামে ফিরে পরিচিত কাউকে না দেখে রিপের হৃদয় দমে গিয়েছিল।

রিপভ্যান উইংকল বিশ বছর পর গ্রামে ফিরে এসে তার পরিচিত কাউকে দেখতে না পেয়ে খুবই নিঃসঙ্গবোধ হয়। এত বছর পর রিপ গ্রামে ফিরে এসে অনেক পরিবর্তন দেখতে পায়। গ্রামের তরণদের কেউই তাকে চিনতে পারে না। তার পরিচিত অনেকেই মারা গেছে। ফলে পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে একা দেখে রিপের হৃদয় দমে গিয়েছিল।

গ. পরোপকারী ও খেয়ালি জীবনের দিক থেকে অনুচ্ছেদের আক্কেল আলীর সাথে রিপভ্যান উইংকলের সাদৃশ্য রয়েছে।

'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপভ্যান ছিল একজন অলস ও খেয়ালি স্বভাবের লোক। সংসারের প্রতি তার কোনো খেয়াল ছিল না এবং বনে বনে ঘুরে বেড়াতেই সে পছন্দ করত। এছাড়া সে কাঠবিড়ালি আর কুবতর ধরার জন্য একটা ফাঁদ কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মানুষের উপকারেও তার আগ্রহ কম ছিল না। এমনকি পাড়াপড়শির সবচেয়ে কঠিন ও কঠোর পরিশ্রমের কাজেও সে সাহায্য করত।

উদ্দীপকের আক্কেল আলীর মধ্যেও খেয়ালি স্বভাব লৰ করা যায়। ছোটবেলা থেকেই সে আলাদা চরিত্রের এবং কোনো কাজেই তার গভীর মনোযোগ নেই। সংসারের প্রতি উদাসীনতার কারণে পরিবারের সবার কাছেই সে অনেকটা অবহেলিত। তবে পরোপকারী বলে শিশু–কিশোর বয়সিরা তাকে খুবই পছন্দ করে। এদিক থেকে অনুচ্ছেদের আক্কেল আলীর সাথে রিপভ্যান উইংকলের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. অনুচ্ছেদের আক্কেল আলীর জীবনযাপনের সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপভ্যানের জীবনযাপনের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও পুরোপুরি মিল নেই।

'রিপভ্যান উইংকল' গল্পে দেখা যায়, রিপভ্যান মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায় আর মানুষের উপকারে এগিয়ে যায়। প্রতিবেশীদের যেকোনো কঠিন কাজ করে দিতেও সে পিছপা হতো না বলে গ্রামের সবাই তাকে খুব ভালোবাসত। বনে বনে সে কাঠবিড়ালি আর কবুতর ধরার জন্য একটা ফাঁদ কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। একদিন স্ত্রীর বকুনি থেকে বাঁচার জন্য সে তার পোষা কুকুর উল্‌ফ্ আর বন্দুকটা নিয়ে চলে গেল ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ের একপ্রান্তে এবং সেখানে একদল অচেনা অদ্ভুত লোকের দেওয়া মদ পান করে ঘুমিয়ে একটানা বিশ বছর পার করে দেয়।

অনুচ্ছেদে দেখা যায়, আক্কেল আলী ছোটবেলা থেকেই একটু স্বতন্ত্র চরিত্রের লোক। সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সে পরের উপকার করতে পছন্দ করে। এর জন্য কখনো কখনো তাকে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। তার এই স্বভাবের জন্য পরিবারের সবার কাছেই সে কিছুটা অবহেলিত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, রিপভ্যানের জীবনের অনেক ঘটনাই আক্কেল আলীর জীবনে দেখা যায় না। যেমন– স্ত্রীর বকুনির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া, কুকুর পোষা, অচেনা লোকের মদ খেয়ে বিশ বছর ঘুমানো ইত্যাদি। তাই অনুচ্ছেদের আক্কেল আলী পুরোপুরি রিপভ্যান উইংকল নয় উদ্দীপক ও গল্পের আলোকে এর সত্যতা নিরূপিত হয়।

**প্রশ্ন–৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রবিনসন ক্রুশো তৃতীয় সমুদ্র যাত্রায় সব হারিয়ে একটি নির্জন দ্বীপে আশ্রয় নেন। জনমানবহীন দ্বীপে একাকী বাস করতে গিয়ে রবিনসন বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। সেখানে নৌকা করে আসা বর্বর লোকদের সাথে যুদ্ধ করে অসহায়দের সাহায্য করেন। দীর্ঘ আটাশ বছর পর তিনি নির্জন দ্বীপ থেকে মুক্তি পান। পঁয়ত্রিশ বছর পর দেশে ফিরলে তাকে দেখেই তার বাবা–মা চিনতে পেরে আনন্দিত হন। রবিনসন ফিরে আসায় তার পরিবার আনন্দ–উৎসবের আয়োজন করে।

ক. 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পে নদীর বুকে কোন রঙের ছায়া পড়ার কথা বলা হয়েছে? ১

খ. 'ক্যাট্‌সকিল' পাহাড়ে রিপের একটু ভয় হলো কেন? ২

গ. উদ্দীপকের রবিনসন ক্রুশো ও 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপের হারিয়ে যাওয়ার পার্থক্য দেখাও। ৩

ঘ. 'রবিনসন ক্রুশো ও রিপভ্যান উইংকল দুজনই গৃহে ফিরে বিপরীতমুখী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন'– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

**৭নং প্রশ্নের উত্তর**

ক. 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পে নদীর বুকে বেগুনি রঙের ছায়া পড়ার কথা বলা হয়েছে।

খ. ক্যাটসকিল পাহাড়ে রিপের নাম ধরে কেউ ডাকছিল। সেই ডাকে রিপের একটু ভয় হয়।

একদিন ক্যাটসকিল পাহাড়ে কাঠবেড়ালি শিকার করে। ক্লান্ত রিপ বিশ্রাম নিচ্ছিল। বিশ্রাম শেষে নিচে নামার সময় অপরিচিত কণ্ঠে তার নাম ধরে ডাক শুনতে পেল সে। অথচ চারদিকে তাকিয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। ভাবল, বুঝি শোনার ভুল। কিন্তু আবারও সেই একই ডাক, রিপের নাম ধরে ডাকে। তখন রিপের কুকুরটাও ভয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল। রিপের তখন ভয় হলো।

গ. উদ্দীপকের রবিনসন ক্রুশো ও 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপের হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

গল্পের রিপভ্যানের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি বেশ অদ্ভুত। সে শিকার করতে ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ে গিয়েছিল। সেখানে শুনতে পায় কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকছে। একটু পর সে দেখতে পায় একজন অদ্ভুত আকৃতির লোক। এই লোকটিকে সাহায্য করতে গিয়ে তার মদ খেয়ে দীর্ঘ বিশ বছর রিপভ্যান ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তার কাছে মনে হয়েছে মাত্র এক রাত ঘুমিয়েছে। যা একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা।

উদ্দীপকের রবিনসন সমুদ্র যাত্রায় প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে তার চেনা–জানা জগৎ থেকে হারিয়ে যান। তার এরূ প হারিয়ে যাওয়া কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাই রবিনসনের হারিয়ে যাওয়াটা একটি স্বাভাবিক এবং বাস্তবসম্মত ঘটনা আর রিপের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। এই দিক দিয়ে উদ্দীপকের রবিনসন ক্রুশো ও রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপের হারিয়ে যাওয়ার মূল পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ. রবিনসন ক্রুশো ও রিপভ্যান উইংকল দুজনই গৃহে ফিরে বিপরীতমুখী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন– উক্তিটি যথার্থ।

গল্পের রিপভ্যান অদ্ভুত লোকের ফাঁদে পড়ে মদপান করে দীর্ঘ বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটিয়ে যখন নিজের গ্রামে আসেন তখন গ্রামের চেনা পরিবেশ ও মানুষদের চিনতে না পেরে রিপ খুবই অবাক হয়। তেমনি রিপকেও গ্রামের কেউ চিনতে পারছিল না এতে রিপও খুবই মর্মাহত হয়।

উদ্দীপকের রবিনসন ক্রুশো সমুদ্র যাত্রায় সর্বস্ব হারিয়ে জনমানবহীন এক নির্জন দ্বীপে উপস্থিত হয়। নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলে সে সেই জায়গাটাকে বসবাসযোগ্য করে তোলে। বিপদগ্রস্ত মানুষকে রক্ষা করে সে সেখানে একটা ছোট বসতি গড়ে তোলে যার মুকুটহীন রাজা হয় সে নিজে। সেখানে দীর্ঘ আটাশ বছর কাটিয়ে মোট পঁয়ত্রিশ বছর পর সে নিজ গৃহে ফিরলে তার মা–বাবা তাকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হয়। সে তার আনন্দময় পূর্ব জীবন ফিরে পায়।

জীবনের একটি বৃহৎ সময় বাইরে কাটিয়ে রবিনসন ক্রুশো গৃহে ফিরে তার সেই আনন্দময় পূর্ব জীবনই পায়। কিন্তু রিপভ্যান গৃহে ফিরে সর্বস্বহারা এক নিঃস্ব জীবনের সম্মুখীন হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রবিনসন ক্রুশো এবং গল্পের রিপভ্যান দীর্ঘ সময় পর গৃহে ফিরে দুটি বিপরীতমুখী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন–৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলায় এক হতভাগ্য বালক শাহিন। তার বর্তমান বয়স ৮ বছর অথচ এই বয়সে তাকে দেখায় ষাট–সত্তরোর্ধ্ব বুড়োর মতো, বাবা–মা শাহিনকে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল হাসপাতালে দেখালে ডাক্তাররা এটিকে বিরল 'প্রজেরিয়া' রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

ক. রিপভ্যান উইংকল গল্পে কোন নদীর কথা বলা হয়েছে? ১

খ. 'আমি আর আমি নেই'– রিপভ্যান এ কথা বলার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 'সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের বৈসাদৃশ্যই বেশি বিদ্যমান'– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

**৮নং প্রশ্নের উত্তর**

ক. রিপভ্যান উইংকল গল্পে হাড্‌সন নদীর কথা বলা হয়েছে।

খ. দীর্ঘ সময় পর ঘুম থেকে জেগে চারপাশে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন লক্ষ করে রিপভ্যান নিজেকেও বিশ্বাস করতে না পেরে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

কাঠবেড়ালি শিকারের উদ্দেশ্যে ক্যাট্‌সকিল পাহাড়ে গেলে রিপভ্যান এক অদ্ভুত লোকের পালায় পড়ে মদ খেয়ে দীর্ঘ বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটায়। কিন্তু তার কাছে ঘুমিয়ে থাকা দীর্ঘ বিশ বছরকে এক রাত্রি মনে হয়। তাই ঘুম থেকে জেগে দীর্ঘ বিশ বছরে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন দেখে সে আঁতকে ওঠে। নিজ গ্রামের উপস্থিত লোকদের অনেক প্রশ্নে সে বুঝতে পারে সে আর আগের রিপ নেই। অর্থাৎ

নিজের গ্রামে গেলে লোকজন রিপের পরিচয় জানতে চাইলে তার জবাবে সে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

গ. রিপ এবং শাহিনের শারীরিক পরিবর্তনের দিক দিয়ে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্প ও উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

গল্পের রিপ অদ্ভুত লোকের ফাঁদে পড়ে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বিশ বছর পর ঘুম থেকে জেগে উঠে রিপ গ্রামে গিয়ে আবিষ্কার করেছে তার কয়েক ফুট লম্বা দাড়ির অস্তিত্ব এবং তার শারীরিক গঠনে পরিবর্তন এসেছে। সে যুবক থেকে বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে।

উদ্দীপকের শাহিন বালক বয়সে বুড়ো হয়ে যায়। প্রজেরিয়া নামক এক বিরল রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তার এই দশা। প্রজেরিয়া হচ্ছে এমন এক রোগ যাতে আক্রান্ত হলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোষগুলো ঢিলে হয়ে যায়। চেহারা হঠাৎ করে কিম্ভূতকিমাকার রূ প ধারণ করে। অর্থাৎ এ রোগে আক্রান্ত মানুষ এক লাফে শৈশব থেকে বৃদ্ধদশায় উপনীত হয়। সুতরাং বলা যায়, শারীরিক পরিবর্তনের দিক দিয়ে রিপভ্যান উইংকল ও উদ্দীপকের শাহিনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. 'সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের বৈসাদৃশ্যই বেশি বিদ্যমান'– মন্তব্যটি যথার্থ।

'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপ সংসারে দায়িত্বহীন হওয়ায় বউয়ের বকুনি খেয়ে পাহাড়ে কাঠবেড়ালি শিকারে যায় এবং এক অদ্ভুত লোকের ফাঁদে পড়ে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। একটানা বিশ বছর ঘুমালেও রিপের কাছে মনে হলে যেন একরাত্রি। সে দেখতে পায় একদিনেই সব যেন অচেনা হয়ে গেছে। এমনকি তার নিজের কয়েক ফুট লম্বা দাড়িও সে আবিষ্কার করে। সে যুবক থেকে হাড্ডিসার বুড়োতে পরিণত হয়েছে।

এদিকে উদ্দীপকের শাহিন বিশেষ রোগ প্রজেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় আট বছরেই ষাট–সত্তরোর্ধ্ব বুড়োয় পরিণত হয়েছে। তবে তার এই শারীরিক পরিবর্তনের সাথে পরিবেশের অন্য কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু রিপের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে আশপাশের সবকিছুর পরিবর্তন হয়েছে। তার পরিবর্তন একটা সময়ের ব্যবধানে ঘটেছে।

তাই বলা যায়, রিপের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শাহিনের শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়টি মিল থাকলেও, শারীরিক পরিবর্তনের কারণ, ঘটনা ও অন্য সব বিষয়ে উদ্দীপক ও গল্পে অমিল বিদ্যমান।

**প্রশ্ন–৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রফিক সাহেব দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পরে গ্রামে এসে দেখলেন তার চেনা সেই গ্রামটি আর আগের মতো নেই। আগে যেখানে মেঠো পথ ছিল, এখন সেখানে পিচঢালা রাস্তা। সন্ধ্যা হলেই গ্রামে অন্ধকার নেমে আসত। এখন বাড়িতে বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে। চেনা মানুষগুলোও কমে গেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে কি করে পরিবেশ পরিস্থিতি বদলে যায় অবাক হয়ে ভাবে সে।

ক. ক্যাট্সকিল পাহাড় নদীর কোন দিকে অবস্থিত? ১

খ. রিপ দীর্ঘ ঘুমের পর গ্রামে এসে কী কী পরিবর্তন দেখল? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের সাথে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের সময় ও পরিবেশ'–এর পরিবর্তন যৌক্তিক হলেও রিপভ্যান উইংকল গল্পের রিপের জীবনে সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন বাস্তবসম্মত নয়'– মন্তব্যটির পবে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

**৯নং প্রশ্নের উত্তর**

ক. ক্যাট্সকিল পাহাড় নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

খ. রিপ দীর্ঘ ঘুমের পর গ্রামে এসে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটে যাওয়া এক নতুন গ্রাম দেখল।

দীর্ঘ ঘুমের পর গ্রামে এসে রিপ নতুন নতুন লোকজন আর বাড়িঘরে পূর্ণ এক নতুন গ্রাম দেখতে পায়। সেই গ্রামের লোকজনের পরিহিত সাজ–পোশাকের সাথে তার কোনো পরিচয় নেই। তার নিজের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, মারা গেছে তার স্ত্রী ও অনেক বন্ধু, পুরোনো সরাইখানার স্থলে গড়ে উঠেছে আধুনিক হোটেল। গ্রামের রাজনীতিতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।

'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপভ্যান ক্যাট্সকিল পাহাড়ে অদ্ভুত লোকের দেয়া মদ পান করে দীর্ঘ বিশ বছর ঘুমিয়ে যখন গ্রামে ফেরে, গ্রামের মানুষজন বাড়িঘর লোকজনের সাজ পোশাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখে সে আঁতকে ওঠে। গ্রামের উপস্থিত লোকদের অনেক প্রশ্নে সে বুঝতে পারে যে, কিছুই আর আগের মতো নেই। সবকিছুই বদলে গেছে, মানুষজন, তাদের পোশাক, পুরোনো সরাইখানা এমনকি গ্রামের রাজনীতিও।

উদ্দীপকের রফিক সাহেব দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পরে নিজ গ্রামে ফিরে অনেক পরিবর্তন দেখতে পায়। মেঠো পথের স্থলে পিচঢালা রাস্তা, ঘন অন্ধকারের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলো, চেনা মানুষের চেয়ে অচেনা মানুষের সংখ্যা বেশি। এসব পরিবর্তন দেখে সে বেশ অবাক হয়। তাই বলা যায়, দীর্ঘ সময় নিজ গ্রামে না থাকা এবং ফিরে এসে গ্রামের পরিবর্তন দেখে অবাক হওয়ার বিষয়টিতে উদ্দীপক ও গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের সময় ও পরিবেশের পরিবর্তন যৌক্তিক হলেও 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপের জীবনে সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন বাস্তবসম্মত নয়' – মন্তব্যটি যথার্থ।

'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের রিপ কাঠবিড়ালি শিকারের উদ্দেশ্যে ক্যাটসকিল পাহাড়ে গেলে এক অদ্ভুত লোকের পালরায় পড়ে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এই এক ঘুমে রিপের দীর্ঘ বিশ বছর কেটে যায়। কিন্তু তার কাছে ঘুমিয়ে থাকা দীর্ঘ বিশ বছরকে এক রাত্রি মনে হয়। ঘুম থেকে জেগে উঠে রিপ তার নিজের ও সব পরিবেশ পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন দেখতে পায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক সাহেব দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পরে গ্রামে এসে দেখলেন তার চেনা সেই গ্রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মেঠো পথে পিচঢালা রাস্তা হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পরে এসব পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের কল্যাণে গ্রামের এই পরিবর্তন ঘটা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু আলোচ্য গল্পে মদের প্রভাবে বিশ বছর ঘুমে অচেতন থাকা, রিপের বার্ধক্যে উপনীত হওয়া এবং পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনজনিত ঘটনার কোনো যুক্তি নেই।

সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোলিরখিত মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

**প্রশ্ন–১০ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

দেশকে স্বাধীন করতে পরিবার, ঘরবাড়ি ফেলে যুদ্ধে গেল শফিক। দীর্ঘ ৯ মাস পর দেশ স্বাধীন করে বাড়ি ফিরে দেখল, সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজাকারদের সহায়তায় হানাদার বাহিনী শফিকের পরিবারের সবাইকে মেরে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ধ্বংসস্তূপের সামনে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শফিক।

ক. রিপভ্যানের মেয়ের নাম কী? ১

খ. রিপভ্যানের ছেলেরা অলস হয়ে যাচ্ছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও রিপভ্যান উইংকল গল্পের ঘটনার মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন"– মন্তব্যটির পবে যুক্তি দাও। ৪

### ▸◂ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. রিপভ্যানের মেয়ের নাম জুনিথ গার্ডনার।

খ. সংসারের প্রতি রিপভ্যানের ছন্নছাড়া ভাবের কারণে তার ছেলেরা অলস হয়ে যাচ্ছিল।

রিপভ্যান ছিল অলস, আড্ডাবাজ এবং পরোপকারী লোক। পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করার চেয়ে উপোস থাকাকে সে শ্রেয় মনে করত। তাই সে বিশেষ কোনো কাজ না করে পাহাড় ও বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে আর গ্রামের মানুষের উপকার করে দিন কাটাত। সংসার কীভাবে গুছিয়ে চালানো যায় সে ব্যাপারে তার কোনো চিন্তা ছিল না। স্ত্রী বা সন্তানের প্রতি সে কোনোরূ প দায়িত্ব পালন করত না। সংসারের প্রতি তার এমন ছন্নছাড়া ভাব থাকায় প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও শাসনের অভাবে তার ছেলেরা অলস হয়ে যাচ্ছিল।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে হঠাৎ করে ব্যাপক পরিবর্তনের মুখোমুখি হওয়ার দিক থেকে।

গল্পের রিপভ্যান উইংকল কাঠবিড়ালি শিকার করতে ক্যাট্সকিল পাহাড়ে গেলে অদ্ভুত এক লোকের ফাঁদে পড়ে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে সে বিশ বছর পার করে জেগে উঠে দেখে তার জীবনের সবকিছু পাল্টে গেছে। যুবক থেকে সে বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে। গ্রামে ফিরে দেখে তার বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। তার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। জীবনের এত সব পরিবর্তনের কথা জানতে পেরে সে আঁতকে উঠেছিল।

উদ্দীপকে শফিক দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীনের পর বাড়ি ফিরে দেখে সেখানকার সবকিছু বদলে গেছে। রাজাকাররা তার বাড়িটিকে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছে হানাদার বাহিনী। পরিবারের সদস্যদের সাথে দীর্ঘ দিন যোগাযোগ না থাকায় তার জীবনের এই পরিবর্তনের কথা তার জানা ছিল না। অতএব, নিজের স্বাভাবিক জীবন থেকে দীর্ঘ সময় আলাদা থাকা এবং ফিরে এসে জীবনে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলোর মুখোমুখী হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকটি গল্পের সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপক ও 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের ঘটনার মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

গল্পে রিপভ্যান শিকারের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে গেলে অদ্ভুত লোকের দেয়া মদ পান করে টানা বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটায়। যদিও তার কাছে বিশ বছর একদিনের মতো মনে হয়েছে। সে বিশ বছর পর নিজ গ্রামে ফিরে দেখে সময়ের স্রোতে সবকিছুই পাল্টে গিয়েছে। তার ঘরবাড়ি, পরিবার, স্ত্রী সন্তানরা, পাড়া–প্রতিবেশী কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই। এই পরিবর্তন রিপভ্যানকে বিহ্বল করে তোলে।

উদ্দীপকের শফিক একজন মুক্তিযোদ্ধা। সে যুদ্ধে যাওয়ার আগে পরিবারের সবকিছু ঠিক থাকলেও ফিরে এসে সব তছনছ দেখে। দীর্ঘ নয় মাসে জীবনে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের চিত্র তাকে দুঃখে হতবিহ্বল করে তোলে। সে দেখে হানাদার বাহিনীর আক্রমণে তার পরিবারের সবকিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

রিপভ্যান অদ্ভুত লোকের ফাঁদে পড়ে বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটায় এবং বাড়ি ফিরে সবকিছুর পরিবর্তন দেখতে পায়। যা শফিকের ক্ষেত্রেও ঘটে তবে সে ঘুমিয়ে না, যুদ্ধক্ষেত্রে ৯ মাস কাটিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে দেখে সব বদলে গেছে। তবে দুজনেই বিহ্বল হয়ে পড়ে ঘটনা ও অবস্থার পরিবর্তনে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঘটনাটির মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন।

## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

**প্রশ্ন–১১ ▸** জীবিকার সন্ধানে রহমত আলী ভারত থেকে গরু এনে বাংলাদেশে বিক্রি করত। একদিন গরু পাচারের সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাকে ধরে ফেলে। এরপর জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে। প্রায় বিশ বছর পর সে তার গ্রামের বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু গ্রামে এসে দেখে কিছুই আর আগের মতো নেই। সবকিছু অনেক বদলে গেছে। তার স্ত্রী পেটের দায়ে কাজ করতে ঢাকায় চলে গেছে। বড় মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ছেলেটা আর বেঁচে নেই। একদম অচেনা পরিস্থিতিতে সে এসে পড়েছে। তার মনে হয় যেন কোনো অচেনা–অজানা রাজ্যে এসে উপনীত হয়েছে সে।

ক. অদ্ভুত লোকগুলোর হ্যাটে কী বসানো ছিল? ১

খ. রিপ খাদের মাঝখানে বসে থাকা লোকগুলোকে দেখে অবাক হলো কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'রিপভ্যান উইংকল' গল্পের খন্ডাংশের ইঙ্গিত বহন করে– মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

**প্রশ্ন–১২ ▸** সদা হাস্যোজ্জ্বল বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী মানুষ আজাদ। সে কঠোর পরিশ্রমীও। ঘরের নানা কাজে মাকে সাহায্য করার পাশাপাশি প্রতিবেশীদের বিপদেও এগিয়ে যায় সে। এ কারণে পরিবারের সবাই তাকে খুব ভালোবাসে। প্রতিবেশীরাও পছন্দ করে তাকে। এদের সবাইকে নিয়ে সুখে বাস করে সে।

ক. রিপভ্যান ক্যাট্সকিল পাহাড়ে বসে কী করছিল? ১

খ. রিপ নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আজাদ ও রিপভ্যান উইংকল গল্পের রিপের নিজ নিজ পরিবারের আচরণের তুলনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আজাদ ও গল্পের রিপ দুজনেই পরোপকারী হলেও রিপ তুলনামূলকভাবে একজন খেয়ালি মানুষ'– উদ্দীপক ও 'রিপভ্যান উইংকল' গল্প অনুযায়ী বিশ্লেষণ কর। ৪

## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

### ■ ■ জ্ঞানমূলক ■ ■

**প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ক্যাট্সকিল পাহাড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?**
**উত্তর :** ক্যাট্সকিল পাহাড় হাডসন নদীর তীরে অবস্থিত।

**প্রশ্ন ॥ ২ ॥ রিপভ্যানের কথাগুলো কে বিশ্বাস করেছিল?**
**উত্তর :** গ্রামের পুরোনো অধিবাসী পিটার রিপভ্যানের কথাগুলো বিশ্বাস করেছিল।

**প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ রিপের স্ত্রীর নাম কী?**
**উত্তর :** রিপভ্যান উইংকলের স্ত্রীর নাম হচ্ছে ডেম ভ্যান উইংকল।

**প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ রিপ কোথায় রাত কাটিয়েছিল?**
**উত্তর :** রিপভ্যান উইংকল বাড়ির পাশের ক্যাট্সকিল পাহাড়ে রাত কাটিয়েছিল।

**প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ রিপভ্যান উঁচু পাহাড় আর বনবাদাড়ে যেত কেন?**
**উত্তর :** কাঠবেড়ালি আর বুনো কবুতর ধরার জন্য রিপভ্যান উঁচু পাহাড় আর বনবাদাড়ে যেত।

**প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ঘুম থেকে জেগে রিপ নিজেকে কোথায় দেখল?**
**উত্তর :** রিপ ঘুম থেকে জেগে নিজেকে সবুজ রঙের উপত্যকায় শুয়ে থাকতে দেখল।

**প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ রিপ কত বছর ঘুমিয়ে ছিল?**
**উত্তর :** রিপ বিশ বছর ঘুমিয়ে ছিল।

**প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে আসা লোকটির পোশাক কেমন?**
**উত্তর :** পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে আসা লোকটির পোশাক ছিল পুরানো ওলন্দাজ ধাঁচের।

**প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ রিপভ্যান উইংকল–এর নাতির নাম কী?**
**উত্তর :** রিপভ্যান উইংকল এর নাতির নাম রিপ।

**প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ রিপভ্যান উইংকল কী করতে পছন্দ করতেন?**
**উত্তর :** রিপভ্যান উইংকল বনে বনে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন।

## ■ ■ অনুধাবনমূলক ■ ■

**প্রশ্ন ॥ ১ ॥ রিপভ্যান উইংকলকে তার স্ত্রী অলস মনে করত কেন?**
**উত্তর :** রিপভ্যানের ছন্নছাড়া স্বভাব ও অসাবধানতার কারণে তার স্ত্রী তাকে অলস মনে করতো।

রিপভ্যান ছিল আড্ডাবাজ স্বভাবের মানুষ। সে কখনো বিশেষ কোনো কাজ করতো না। তার মনে হতো পরিশ্রম করে টাকা রোজগারের চেয়ে উপোস থাকাই শ্রেয়। সে ঘুরে বেড়াত বনেবাদাড়ে, উঁচু পাহাড়ে কাঠবেড়ালি আর বুনো কবুতর ধরার জন্য। সে প্রায়ই বসে থাকতো মাছ ধরতে। যদিও কোনো মাছ ভুলেও তার বড়শিতে ধরা পড়তো না। তার এই আচরণ ও স্বভাবের কারণে তার স্ত্রী তাকে অলস মনে করতো।

**প্রশ্ন ॥ ২ ॥ রিপভ্যানের দেখা অদ্ভুত লোকগুলোর চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দাও।**
**উত্তর :** রিপভ্যানের দেখা অদ্ভুত লোকগুলোর চেহারা ও পোশাক ছিল অদ্ভুত ধরনের।

তাদের কারো মাথা বড়, কারো মুখ বড় আবার কারো চোখ ছিল শুয়োরের মতো ছোট ছোট। তাদের ভিতর কারো কারো মুখ আবার নাকের সমান। তাদের পরিধেয় পোশাকও ছিল অদ্ভুত গোছের। তারা কেউ পরেছে ছোট্ট পাজামা আবার কেউ পরেছে জামা। তাদের প্রত্যেকের বেল্টের সাথে ছুরি ঝোলানো ছিল। তারা প্রত্যেকে ব্রিচেস পরেছিল আর মাথায় ছিল মোরগের ছোট্ট পালক বসানো সাদা পাউরবটির মতো হ্যাট। তাদের ছিল বিভিন্ন আকার আর রঙের দাড়ি।

**প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ 'কুকুরটাই তার মনিবকে বেয়াড়া করে তুলেছে"– রিপের স্ত্রী এ ধারণা পোষণ করত কেন?**
**উত্তর :** রিপভ্যানের পোষা কুকুর উল্‌ফ সবসময় মনিবের সাথে থাকতো বলে কুকুরটিকে নিয়ে রিপের স্ত্রীর ধারণা এমনটা ছিল।

রিপভ্যানের কাজের মধ্যে ছিল পাড়া–প্রতিবেশীদের সাহায্য সহযোগিতা করা আর বন্দুক হাতে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। সে একটা ফাঁদ কাঁধে করে উঁচু পাহাড়ে কাঠবেড়ালি ও বুনো কবুতর ধরার জন্য সারাদিন ঘুরত। সংসারের কোনো কাজে তার মন বসত না। আর রিপভ্যানের নিত্যসহচর ছিল তার পোষা কুকুর উল্‌ফ্। যেহেতু কুকুরটিই ছিল রিপের একমাত্র সঙ্গী তাই রিপের স্ত্রী মনে করত, "কুকুরটাই তার মনিবকে বেয়াড়া করে তুলেছে।"

**প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কেন গ্রামবাসী রিপভ্যান ইউংকলকে চিনতে পারল না?**
**উত্তর :** পরিচিতজন কেউ বেঁচে নেই বলে রিপভ্যান উইংকলকে কেউ চিনতে পারল না।

দীর্ঘ বিশ বছর পর রিপভ্যান ইউংকল পাহাড় থেকে গ্রামে আসে। ততদিনে গ্রামের সব চিত্র পরিবর্তন হয়ে যায়। তার সময় কালের কেউ বেঁচে নেই। তার স্ত্রী মারা গেছে। তাই গ্রামবাসী রিপভ্যানকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে যায়। তার লম্বা দাঁড়ি, গোফ দেখে সবাই ভয় পায়। তাই এ অদ্ভুত রিপভ্যানকে দেখে গ্রামবাসী চিনতে পারেনি।

**প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ রিপভ্যান কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া লাগা বন্ধ করে?**
**উত্তর :** রিপভ্যান মাঝে মাঝে বাড়ির বাইরে চলে গিয়ে ঝগড়া বন্ধ করে।

রিপভ্যান উইংকল হেসে–খেলে জীবন কাটাতে ভালোবাসে। তার স্ত্রী সবসময় আলস্য আর অসাবধানতার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করত। পরিবারটা রিপ ধ্বংস করছে বলেও সে গাল দিত। রিপ শুধু কাঁধ দুলিয়ে, মাথা উঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে কোনো কথা না বলে তার জবাব দেয়। মাঝে মাঝে বাড়ির বাইরে চলে গিয়ে ঝগড়া লাগা বন্ধ করে দেয়।